ভোরের কাগজ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরাও নির্বাচনী প্রচারে

আওয়ামীপন্থী শিক্ষক পরিষদ ও বিএনপি-জামাতপন্থী জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ঐক্যের ব্যাপক তৎপরতা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এবার শিক্ষকরাও নেমে পড়েছেন নির্বাচনের রাজনীতিতে। দেশের জাতীয় নির্বাচনের ইতিহাসে শিক্ষকদের ব্যাপক মাত্রায় সরাসরি অংশগ্রহণ এবারই প্রথম। দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত অচলাবস্থার কারণে আঁটঘাট বেঁধেই নির্বাচনে নেমে পড়েছেন শিক্ষকরা।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন' হিসেবে আখ্যা দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-জামাত সমর্থিত উভয় গ্রুপের শিক্ষকরাই নিজ নিজ দলের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। তবে শিক্ষকদের নির্বাচনী প্রচারণার আঙ্গিক এবং কৌশল ভিন্ন। রাজনৈতিক নেতাদের মতো তারা বক্তৃতা-বিবৃতি না দিয়ে সমাজের, বিশেষত এলিট শ্রেণীর সঙ্গে মতবিনিময় করে স্বীয় রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চাইছেন।

আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-জামাত সমর্থিত শিক্ষকরা নির্বাচনী কাজ পরিচালার জন্য ইতিমধ্যেই গঠন করে ফেলেছেন নির্বাচনী প্রচার কমিটি। আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা গঠন করেছেন বাংলাদেশ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ, অপরদিকে বিএনপি-জামাত শিক্ষকরা গঠন করেছেন জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ঐক্য ফোরাম। উভয় দলের শিক্ষকদের মধ্যে আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকরাই অধিক সংগঠিত এবং সুবিন্যস্তভাবে কাজ পরিচালনা করছেন।

স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামায়াত চক্রকে প্রতিহত এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিকে নির্বাচনে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার প্রত্যয় নিয়ে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা নির্বাচনের মাঠে নেমেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমনা সহস্রাধিক শিক্ষক নিয়ে তারা শিক্ষক পরিষদ গঠন করেছেন। পরিষদের ৫০১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির প্রধান সমন্বয়ক হচ্ছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এম আমিনুল ইসলাম।

আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও নিরক্ষরমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়তে আওয়ামী লীগের প্রয়োজনীয়তা সর্বসাধারণকে বোঝাচ্ছেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে এবং দেশ মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে এ সম্পর্কেও জনগণকে সচেতন করছেন। নির্বাচনের বাকি দিনগুলোতে বিভিন্ন স্থানে মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী প্রার্থীদের এলাকায় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর কৌশল নিয়েছে, আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকরা। বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকরা দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গঠন করেছেন জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ঐক্য। ১২৩৬ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক এস এম ফায়েজ। ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটিও তারা গঠন করেছেন।

উভয় দলের নেতৃস্থানীয় শিক্ষকবৃন্দ কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালণা দপ্তরে প্রতিটি মুহূর্ত বিশ্লেষণ করে নিজ নিজ দলকে পরামর্শ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকদের কেউ কেউ নিয়মিত আওয়ামী লীগ নির্বাচন পরিচালনা অফিস এবং সুধা সদনে যাচ্ছেন। একই কাজে বিএনপি সমর্থক শিক্ষকরাও যাচ্ছেন বনানীর হাওয়া ভবনে।

উভয় দলের শিক্ষকরাই দুতিন জনের সমন্বয়ে টিম গঠন করে টানাপোড়েন বা কোন্দল রয়েছে এমন সব এলাকায় কাজ করছেন। আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকরা ধানমণ্ডির কার্যালয়ে 'নির্বাচন সমীক্ষণ কার্যক্রম' নামে একটি জনমত যাচাই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

ইতিমধ্যে এই পরিষদের ব্যানারে অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন, অধ্যাপক আমিনুর রশীদ, মুনতাসীর মামুন প্রমুখ শিক্ষক দেশের দক্ষিণাঞ্চল এবং কুমিল্লা সফর করে এসেছেন। সম্মিলিত শিক্ষক পরিষদের অধ্যাপক আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ভোরের কাগজকে বলেন, যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে সেনা ব্যারাক থেকে সৃষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ঐক্য আমাদের সক্রিয়ভাবে মাঠে নামতে বাধ্য করেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় '৭১-এর ঘাতক-জামাত-শিবির রাজাকার, মা-বোনদের লাঞ্ছনাকারীদেরকে দেশবাসী কোনোভাবেই মেনে নেবে না। দেশবাসীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে সচেতন সমাজ কাজ করছে বলে তিনি জানান।

বিএনপি সমর্থকদের মধ্যে ডানপন্থী হিসাবে পরিচিত শিক্ষকরা অতি উৎসাহী হয়ে কাজ করলেও জামাত এর সঙ্গে জোট বাধার কারণে বিএনপি সমর্থক অনেক শিক্ষকই নির্বাচনী কাজে সক্রিয় নন। বিএনপির উদারপন্থী শিক্ষক গ্রুপ যাদের পরিচিত 'প্রো লিবারেশন' হিসেবে তারা জামাতকে সমর্থন দিতে নারাজ। তারা বর্তমানে নীরব রয়েছেন।